২৩/৭/২০০৩

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ......

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরীভুক্তি, এমপিওভুক্তির জন্য পৌনে হইতে সোয়া লাখ টাকার ডোনেশান এখন প্রথা

রাজশাহী অফিস ॥ দেশের বেসরকারী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগে ডোনেশন প্রথা জাকিয়া বসিয়াছে। এই ডোনেশন চলিতেছে ইচ্ছা মাফিক। মেধার কোন দাম নাই। ইন্টারভিউতে ভাল করুক মন্দ করুক ইহার প্রশ্ন নাই। যে যত বেশী ডোনেশন দিতে পারে সেই পায় নিয়োগ পত্র। তাই বিত্তবানেরাই ঢুকিতে পারিতেছে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ফলে বিত্তহীন তরুণেরা ভাল মেধার অধিকারী হইলেও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুযোগ না পাওয়ায় তাহাদের মধ্যে হতাশা বাড়িতেছে। রাজশাহী বিভাগে এমপিওভুক্ত (নিয়োগপত্র পাওয়ার পরই বেতন) বেসরকারী কলেজের শিক্ষকের এখন ডোনেশন চলিতেছে ১ লক্ষ হইতে সোয়া ১ লক্ষ টাকা। স্কুল ও মাদ্রাসার ক্ষেত্রে (১৩শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

(৩য় পৃঃ পর)

২৫ হাজার টাকা কম। কর্মচারীদের দিতে হয় মোটামুটিভাবে ৭৫ হাজার টাকা। এমপিওভুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়ায় আছে এমন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডোনেশন দিতে হয় শিক্ষকের ক্ষেত্রে ৭৫ হাজার টাকা। ইহার পর এমপিওভুক্ত হওয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ এবং অবৈধভাবে টাকা প্রদানের জন্য চাঁদা প্রতি শিক্ষক-কর্মচারীকে দিতে হয় নির্দিষ্ট রেট অনুযায়ী। এভাবে এমপিওভুক্ত পর্যন্ত তাহাকে দফায় দফায় টাকা ঢালিতে হয়। সব মিলিয়া টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লক্ষ টাকার উপর।

ডোনেশন নামের এই টাকা কিছু যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে। কিছ পায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের পকেটে। ম্যানেজিং কমিটির প্রভাবশালী সদস্যরাও ইহার অংশ পায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা কখনও রসিদ প্রদান করে না।

ডোনেশনের অর্থ নিয়া মাঝে মাঝে দেখা দেয় কলহ। রাজশাহী জেলার তাসের উপজেলার একটি হাই স্কুলের জনৈক ম্যানেজিং কমিটির সদস্য এক প্রেস কনফারেন্সে অভিযোগ করিয়াছেন, উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সভাপতি মিলিতভাবে ৬ জন শিক্ষকের ডোনেশনের ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। অভিযোগ আনয়নকারী উক্ত ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ইহাতে ভাগ না পাইয়া বিক্ষুব্ধ হইয়া যে এই সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন উপস্থিত সকলের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। এরকম কত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই যে রহিয়াছে তাহার খবর কেহই রাখে না।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের শতকরা ৯০ ভাগ অংশ সরকার বহন করিতেছেন। শিক্ষক-কর্মচারীরা আরও সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ব্যাপারে আন্দোলন করিয়া যাইতেছে। কিন্তু ডোনেশন প্রথা নিয়া কেহ কোন কিছু বলেন না। ডোনেশন প্রথা শিক্ষার মান নিম্নমুখী করিতেছে। এ ব্যাপারে সরকারী পর্যায়ে চিন্তা-ভাবনার সময় আসিয়াছে।